সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৯৭
WEEKLY BOOKLET:297

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশ সংশোধন ও সংযোজন

নেককার বান্দার মর্যাদা

* ১০০টি ঘর থেকে বিপদ দূর
* মুমিনের বিচক্ষণতা
* ফারুক ও মুস্তাকের মাযার
* ইলমে গাইব সম্পর্কিত বাণী

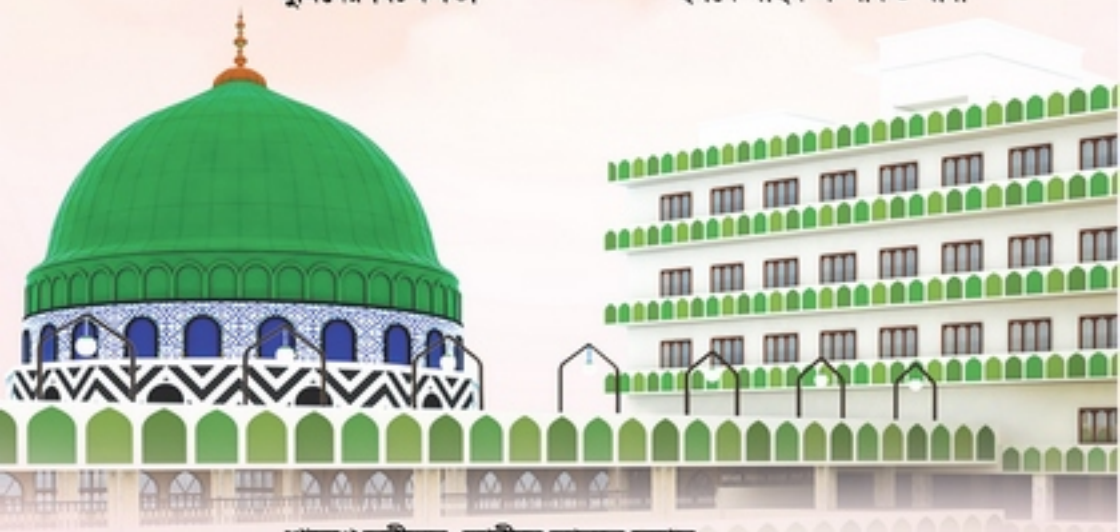

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু নেকীর দাওয়াত কিতাবের ৩৫৮-৩৭৫ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

নেককার বান্দার মর্যাদা

আত্তারের দোয়াঃ হে মোস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যাক্তি এই পুস্তিকা "নেককার বান্দার মর্যাদা" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে আপনার নেককার বান্দাহদের প্রতি ভালোবাসার এবং এবং নেককারদের সংস্পর্শ অবলম্বন করার তাওফিক দান করুন এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আরিফ বিন উব্বাদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন হযরত আবুল হাসান শাজুলি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেছেন যে, আমি সফরে ছিলাম, এক রাতে এমন এক জায়গায় পৌছলাম যেখানে অনেক ভয়ানক জন্তু জানোওয়ার ছিলো,জন্তুরা আমাকে ক্ষতি করার উপক্রম হচ্চিল, আমি এক উচু টিলার উপর বসে গেলাম এবং বললাম, আল্লাহ পাকের শপথ আমি নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবো কেননা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যাক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশবার দরূদ (অর্থাৎ রহমত) প্রেরন করেন। যখন আল্লাহ পাক আমার উপর রহমত প্রেরন করবেন,

www.dawateislami.net

তখন আমি রাত আল্লাহ পাকের রহমতে অতিবাহিত করবো। বললেন: আমি এমনটিই করেছি তখন আমি রাতে কাউকে ভয় পাইনি।

(আফদালুস সালাতু আলা সৈয়্যেদিস সাদাত, ২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একজন নেককার বান্দার কারণে আশেপাশের ১০০টি ঘর থেকে বিপদাপদ দূর হয়ে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বিষয়টি সর্বদা মনে রাখবেন! যদি আপনি ধর্মীয় মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে থাকেন, তবে গম্ভীর হয়ে থাকুন এবং পুরোপুরি মিশুক হয়ে যান, আপনার পদমর্যাদা এমন যে, আপনার একটি মুচকি হাসি কারো পরবর্তি প্রজন্মের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে এবং এক বারের মুখ ফিরিয়ে নেয়া বা ধমক দেয়া কারো পরবর্তি প্রজন্মকেও আল্লাহর পানাহ! পথভ্রষ্টতার গভীর গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে, অতএব সর্বদা সকল মানুষের সাথে নম্র নম্র ও নম্র ব্যবহার করুন এবং তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে অলসতা করবেন না। কে জানে হয়তো আপনার একটি **একক প্রচেষ্টা** কারো পুরো বংশের সংশোধনের মাধ্যম হয়ে যাবে। ভালো লোকদের বরকতের কথাই বা কি বলবো! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল" এর ৮০৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** (একজন) নেককার মুসলমানের কারণে তার আশেপাশের ১০০টি ঘর থেকে বিপদাপদ দূরীভূত করে দেন।" অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করেন:

www.dawateislami.net

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহ** যদি এককে দিয়ে অপরকে প্রতিহত না করে থাকেন, তবে পৃথিবী অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

(আল মু'জামুল আওসত লিত তিবরানী, ৩/১২৯, হাদীস ৪০৮০)

তু নে'কো কা ফয়যান মওলা আ'তা কর
মু'আফ ফযল সে মেরী হার এক খতা কর

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিনটি মাদানী ফিস

আল্লাহ ওয়ালাদের নেকীর দাওয়াত দেয়ার ধরণও অনন্য হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনুন ও শিক্ষা গ্রহণ করুন: হযরত হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এক ধনী ব্যক্তি জোর করে খাওয়ার দাওয়াত দিলো, তিনি বললেন: আমার এই তিনটি শর্ত যদি মেনে নাও, তবে আসবো, ﴾১﴿ আমি যেখানে ইচ্ছা বসবো ﴾২﴿ যা ইচ্ছা খাবো ﴾৩﴿ যা বলবো তা তোমাকে করতে হবে। সেই ধনী লোকটি এই শর্ত তিনটি মেনে নিলো। **আল্লাহ**র অলীকে দেখার জন্য অনেক লোক জড়ো হয়ে গেলো। যথাসময়ে হযরত হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও আগমন করলেন আর যেখানে মানুষের জুতা ছড়িয়ে ছিলো সেখানেই বসে গেলেন। যখন খাবার শুরু হলো, হযরত হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের থলেতে হাত দিয়ে শুকনো রুটি বের করে খেয়ে নিলেন। খাবারের পর্ব যখন শেষ হলো, গৃহকর্তাকে বললেন: "একটি চুলা নিয়ে এসো এবং তাতে একটি তাবা রাখো। আদেশ পালন করা হলো, যখন আগুনের

www.dawateislami.net

তাপে তাবাটি লালচে কয়লায় পরিণত হয়ে গেলো তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাতে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন: "আমি আজকের খাবারে শুকনো রুটি খেয়েছি।" এ কথা বলে তাবা থেকে নিচে নেমে গিয়ে উপস্থিত লোকদের বললেন: এবার আপনারাও একে একে এই তাবায় দাঁড়িয়ে এখন যা যা খেয়েছেন তার হিসাব দিন। একথা শুনে মানুষের চিৎকার বের হয়ে গেলো, সবাই সমস্বরে বলে উঠলো: জনাব! আমাদের মাঝে এই শক্তি নেই, (কোথায় এই গরম তাবা আর কোথায় আমাদের নরম পা! আমরা তো গুনাহগার দুনিয়াদার লোক) তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: যখন এই দুনিয়াবী গরম তাবায় দাঁড়িয়ে আজ শুধু একবেলা খাবারের নেয়ামতের হিসাব দিতে পারছো না, তবে কাল কিয়ামতের দিন তোমাদের সারা জীবনের নেয়ামতের হিসাব কিভাবে দিবে! অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ৩০তম পারা সূরা তাকাসুরের সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾

(পারা ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর নিঃসন্দেহে সেই দিন তোমাদের নিকট নেয়ামতের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এই ভাবাবেগপূর্ণ বাণী শুনে লোকেরা অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলো এবং গুনাহ থেকে তাওবা তাওবা বলে চিৎকার করতে লাগলো।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম অংশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী! জব হিসাবে খান্দায়ে বে জা রুলায়ে
চশমে গীর ইয়ানে শফীয়ে মুরতাজা কা সাথ হো
ইয়া ইলাহী! জব বহে আঁখে হিসাবে জুরম মে
উন তাবাচ্ছুম রে'য হোঁঠো কি দোয়া কা সাথ হো

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

জটিল শব্দের অর্থঃ তাবাস্‌সুম রেয,(মুচকি হাঁসি দাতা),খান্দাহ বেজা, (অনর্থত হাঁসি), চশমে গিরা, (ক্রন্দনরত চোখ), শাফিয়ে মোরাতাজা, (সুফারিশ কারি যার কাছে আশা নিবদ্ধ থাকে)।

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ "হাদায়িকে বখশীশ শরীফে"এর মুনাজাতে উল্লিখিত দ্বিতীয় পংক্তিটিতে আবেদন করা হয়েছে: **হে আল্লাহ পাক!** হাশরের দিন যখন আমার অবাধ্যতার হিসাব আমাকে আতঙ্কিত করবে আর আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যাবে, হায়! তখন দুঃখী অন্তরের প্রশান্তি, **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুচকি হাস্যোজ্জল ঠোঁটের দোয়া যেনো আমি পেয়ে যাই। প্রথম পংক্তিটিতে আবেদন করা হলো: **হে আল্লাহ পাক!** যখন কিয়ামতের দিন আমার অহেতুক হাসির হিসাব-নিকাশ আমাকে কাঁদাবে, হায়! তখন শাফাআতে কুবরার মুকুট পরিহিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, **যাঁর** প্রতি সকলের আশা নিবদ্ধ থাকবে, **তিনি** যেনো তাশরীফ এনে আমাকে শাফায়াত করেন। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

হায়! ফির খান্দায়ে বে জা মেরে লব পর আয়া
হায়! ফির ভুল গেয়া রা'তো কা রোনা তেরা। (যওকে না'ত ২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাশরের ভয়াবহ দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অলীয়ে কামিল হযরত হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিরূপ অভিনব পদ্ধতিতে আখিরাতের হিসাবের ব্যাপারে "**নেকীর দাওয়াত**" প্রদান করলেন! আসলেই হাশরের ব্যাপারটি খুবই নাজুক এবং এর চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম

www.dawateislami.net

হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কীমিয়ায়ে সাআদাত এ বলেন: (মানুষ) মৃত্যুর পর এমন দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহে পরিণত হয়ে যাবে যে, সবাই তাকে দেখে নাক বন্ধ করে নিবে আর সে কবরে কীট-পতঙ্গের খাবার হবে অতঃপর ধীরে ধীরে মাটি হয়ে যাবে, যা কিনা নিতান্তই তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বস্তু, তবে মৃত্যুর পর সে যদি পশুদের মতো মাটিই হয়ে থাকতো, তবে তো গণিমতই ছিলো, কিন্তু আফসোস যে, এরূপ হবে না এবং সে মাটি হয়ে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে না, বরং কিয়ামতের দিন তাকে কবর থেকে উঠানো হবে, ভয় ও আতঙ্কের স্থানে রাখা হবে, তখন সে আসমানগুলো দেখতে পাবে যে, বিদীর্ণ হয়ে আছে, তারকারাজি পড়ে আছে, চন্দ্র ও সূর্য আলো হীন হয়ে গেছে এবং পাহাড়গুলো তুলোর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, মাটি পরিবর্তন হয়ে গেছে,জাহান্নামের ফিরিশতাগণ ফাঁদ নিক্ষেপ করছে, জাহান্নাম গর্জন করছে, ফিরিশতাগণ প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দিচ্ছে, সে সারা জীবনে যা যা মন্দ কাজ করেছে তা দেখবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ গুনাহগুলো পড়ে মর্মাহত হতে থাকবে, তাকে বলা হবে; এসো এবং উত্তর দাও যে, তুমি এরূপ কেনো করেছো? এমন কেনো বলেছো? কেনো বসেছো ও কেনো উঠেছো? কেনো দেখেছো ও কেন ভেবেছো? যদি আল্লাহর পানাহ! উত্তর দিতে না পারে তবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে! তখন সে বলবে: হায়! আমি যদি শুকর কিংবা কুকুর হয়ে জন্মাতাম! তবে আজ মাটি হয়ে যেতাম, কেননা তারা (পশুরা) এই আযাব থেকে নিরাপদ ও মুক্ত। অতএব যে ব্যক্তি (বেআমল হওয়ার কারণে) শুকর ও কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট তার কি গর্ব ও অহংকার করা শোভা পায়!

(কীমিয়ায়ে সাআদত, ২/৭১৭)

www.dawateislami.net

ইয়াদ রাখ হার আ'ন আখির মউত হে মত তু আনজান আখির মউত হে
পেশতর মরনে কে করনা চাহিয়ে মউত কা সামান আখির মউত হে
বার'হা ইলমি তুঝে সমঝা চুকে
মান ইয়া মত মান আখির মউত হে

জন্ম না নেয়ারাই ঈর্ষণীয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন তো আমরা জন্ম নিয়েই নিয়েছি, ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। যারা এখনও পৃথিবীতে আসেনি, তাদের জন্য অপেক্ষমানদের অর্থাৎ নিঃসন্তানদের জন্য ভাবনার বিষয় যে, এই অপেক্ষায় তাদের কি নিয়্যত রয়েছে! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "কুফরিয়া কলেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর ৫ ও ৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি খুবই শিক্ষণীয়, অতএব লিখা রয়েছে: আজকে দুনিয়ায় যারা নিঃসন্তান রয়েছে, তারা সাধারণতঃ খুবই মর্মাহত থাকে আর সন্তানের জন্য জানিনা কি কি করে থাকে। যদি তাদের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ঘরের সৌন্দর্য ও দুনিয়াবী প্রশান্তি হয়ে থাকে, সন্তান লাভের উদ্দেশ্য আখিরাতের উপকারিতার কোন ভালো নিয়্যত না থাকে, তবে এরূপ নিঃসন্তান ব্যক্তি নিজের অজান্তেই যেনো 'কারো' পৃথিবীতে জন্ম নেয়া, অতঃপর অনেক বড় পরীক্ষায় লিপ্ত হওয়ারই বাসনা করছে! আমার এ কথাটি হয়তো ঐ সকল লোকেরাই বুঝতে পারবে, যারা "মন্দ মৃত্যুর আতঙ্কে" লিপ্ত। এক পরকালের ভয়ে ভীত বুযুর্গ হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনার সারমর্ম হলো: আমার বড় বড় নেককার বান্দার প্রতিও ঈর্ষা হয়না, যাঁরা কিনা কিয়ামতের ভয়াবহতা পর্যবেক্ষণ করবে, আমার শুধু তাদের প্রতি ঈর্ষা হয়,

www.dawateislami.net

যারা 'কিছুই' নয়। (অর্থাৎ জন্মই নেয়নি) (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৮/৯৩, নম্বর ১১৪৭০) আমীরুল মুমিনীন হযরত ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আখিরাতের ভয়ে হিসাবের বলতেন: হায়! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো! (আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সাআদ, ৩/২৭৪) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হায়! আমি যদি দুনিয়ায় জন্মই না নিতাম!

(মৃত্যুর যন্ত্রনা, কবরের ভয়াবহতা, হাশরের অসহনীয়তা এবং জাহান্নামের ভয়ানক উপত্যকার কথা কল্পনা করে **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অশ্রুসজল নয়নে এই কালামটি পড়ুন)

কাশ! কেহ মে দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হোতা
কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গেয়া হোতা
আহ! সলবে ঈমাঁ কা খউফ খায়ে জাতা হে
কাশ! মেরী মা নে হি মুঝকো না জানা হোতা
আ'কে না ফাঁসা হোতা মে বাতুরে ইনসাঁ কাশ!
কাশ! মে মদীনে কা উট বন গেয়া হোতা
দো জাঁহা কি ফিকরোঁ সে ইয়ো নাজাত মিল জাতি
মে মদীনে কা সাচ মুচ কুত্তা বন গেয়া হোতা
কাশ! এ্যয়সা হো জাতা খাক বনকে তায়্যবা কি
মুস্তফা কে কদমোঁ সে মে লেপাট গেয়া হোতা
মে বজায়ে ইনসাঁ কে কোয়ী পৌদা হোতা ইয়া
নাখল বন কে তায়্যবা কে বাগ মে কাড়া হোতা

www.dawateislami.net

গুলশানে মদীনে কা কাশ! হোতা মে সবযা
ইয়া বাতুরে তনকা হি মে ওয়াহাঁ পড়া হোতা
জাঁ কুনী কি তাকলীফেঁ যবহে সে হে বড় কর কাশ!
মুরগ বন কে তায়্যবা মে যবহে হো গেয়া হোতা
শোর উঠা ইয়ে মাহশর মে খুলদ মে গেয়া আত্তার
গর না ওহ বাচাঁতে তো না'র মে গেয়া হোতা

যদি বাম হাতে আমলনামা দেয়া হয়, তখন কি হবে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই শিক্ষণীয় বিষয়, আমাদের প্রত্যেকেরই গুনাহ থেকে বিরত থাকা উচিত এবং কিয়ামতের হৃদয় বিদারক অবস্থার ব্যাপারে গম্ভীরতার সহিত ভাবা উচিৎ, যেই দিন **আল্লাহ পাক** সকল সৃষ্টির সামনে গুনাহভরা **আমলনামা** পড়ার আদেশ দিবেন, হায়! তখন হাশরের ভয়াবহ কঠোরতা থাকবে চোখের সামনে, পিপাসার তীব্রতায় জিহ্বা বাইরে বের হয়ে যাবে, ক্ষুধায় কোমর ভেঙ্গে যাবে, জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া হবে, সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হবে, এমন কষ্টদায়ক অবস্থায় **লাখো কোটি গুনাহেপূর্ণ আমলনামা কিভাবে পড়ে শুনানো হবে!** হায়! আমরা এও জানি না যে, আমলনামা আমাদের ডান হাতে দেয়া হবে নাকি বাম হাতে, যাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তার কি অবস্থা হবে! ২৯তম পারা সূরা আল হাক্কা এর ১৯ থেকে ৩৭ নম্বর আয়াতে আমলনামা দেয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুতরাং ঐ ব্যক্তি যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, বলবে, 'নাও, আমার আমলনামা পাঠ করো! ✯ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আমি

www.dawateislami.net

আমার হিসাবের সম্মুখীন হবো।' ✯ সুতরাং সে মনোরম শান্তিতে রয়েছে; ✯ উচ্চ বাগানে; ✯ যার ফলের গুচ্ছ ঝুঁকে পড়েছে। ✯ আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে- পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে আগে প্রেরণ করেছো। ✯ এবং ঐ ব্যক্তি, যার নিজ আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, বলবে, 'হায়! কোনভাবে আমাকে আমার আমলনামা না দেয়া হতো! ✯ এবং আমি না জানতাম যে, আমার হিসাব কি! ✯ হায়! কোনভাবেই মৃত্যুর পর্বটি সমাপ্তি হতো! ✯ আমার কোন কাজে আসলো না আমার ধন-সম্পদ ✯ আমার সমস্ত ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। ✯ তাকে ধরো! অতঃপর তার গলায় রশি লাগাও! ✯ অতঃপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে ধ্বসিয়ে দাও! ✯ অতঃপর এমন শিকলে, যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত, তাকে শৃঙ্খলিত করে নাও! ✯ নিশ্চয় সে মহান **আল্লাহ**র উপর ঈমান আনতো না। ✯ এবং মিসকিনকে খাদ্য দানের প্রতি উৎসাহ দিতো না। ✯ সুতরাং আজ এখানে তার কোন বন্ধু নেই। ✯ এবং না কোন খাদ্য, জাহান্নামীদের পূঁজ ব্যতীত। ✯ তা আহার করবে না গুনাহগার ব্যতীত।

মী'যাঁ পে সব কাড়ে হে আ'মাল তুল রাহে হে
রাখ লো ভরম খোদা'রা আত্তার কাদেরী কা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফারূক ও মোশতাকের মাযারের মাদানী বাহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ পেতে ও নিজেকে কবর ও হাশরের ভয়াবহতা থেকে বাঁচানোর চেষ্টার মানসিকতা

www.dawateislami.net

সৃষ্টি করতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর "দ্বীনি পরিবেশে"র সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, নেকীর দাওয়াতের দ্বীনি কাজে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করুন, নেক আমল অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরে ব্যবস্থা করতে থাকুন। আসুন! এর উৎসাহের জন্য "একটি মাদানী বাহার" শুনি; গুলযারে তাইবার (সারগোধা, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের হলফ করা (অর্থাৎ শপথ করে দেয়া) বর্ণনার সারমর্ম হলো: সম্ভবত (১৪২৮ হিঃ অর্থাৎ ২০০৬ সাল) আমি আমার এক বন্ধুর সাথে সাহারায়ে মদীনা, বাবুল মদীনায় (করাচী) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার মরহুম নিগরান, সুকণ্ঠের অধিকারী নাতখা, বুলবুলে রওযায়ে রাসূল, আলহাজ্ব ক্বারী আবু ওবাইদ মোশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং মারকাযী মজলিশে শূরার সদস্য মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী হযরত আল্লামা মাওলানা হাফেয ক্বারী আলহাজ্ব আবু ওমর মুহাম্মদ ফারূক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র মাযারে হাজিরী দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। দুপুরের সময় ছিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আমরা দু'জনই হাজী মোশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযার থেকে যোহরের আযান স্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কণ্ঠে ইকামত শুনলাম, অতঃপর হাজী মোশতাক সাহেবের তাকবীরে তাহরীমা ও অন্যান্য তাকবীরসমূহের আওয়াজ শুনে এটিই মনে হলো যে, তিনি মাযার শরীফে ইমামতি করছেন। জামাআত শেষ হওয়ার পর দোয়ার আওয়াজও স্পষ্ট শুনা গেলো, দোয়া শেষ হওয়ার পর আমরা সুগন্ধি অনুভব করলাম। আমি

www.dawateislami.net

আশ্চর্যান্বিত হয়ে গুলযারে তাইবার এক যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করলাম এবং ঘটনাটি বললাম। এতে তিনি আমাকে মুবারকবাদ দিয়ে এই ঈমান সতেজকারী "মাদানী বাহার" এর আলোকে **আল্লাহ পাকের** মকবুল বান্দা আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ক্ষমতা ও দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকত সম্পর্কে অবহিত করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه একথা শুনে আমি আনন্দিত হলাম, **আল্লাহ পাকের** প্রতি কোটি কোটি শুকরিয়া যে, **তিনি** আমাকে এই নাজুক যুগে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশ দান করেছেন। আমি দোয়া করছি যে, **আল্লাহ পাক** যেনো আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে রাতদিন সম্পৃক্ত থেকে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করা এবং ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত মৃত্যুর সৌভাগ্য দান করেন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দা'ওয়াতে ইসলামী নে দুনিয়া ভর মে ধুম মাচাঁয়ী হে
সারে জাহাঁ মে ইশ্‌কে মুহাম্মদ কি খুশবু ফেলায়ী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাবিত বুনানীর কবরে নামায পড়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহার দ্বারা জানা গেলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অশেষ ও অসংখ্য দয়া রয়েছে। **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের নিজেদের মাযারে নামায পড়া আশ্চর্যের কোন বিষয়ই নয়। আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে এরূপ প্রমাণ রয়েছে, যেমনটি; তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দোয়া করেন: "**হে**

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক! যদি তুমি কাউকে কবরে নামায পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকো, তবে আমাকেও অনুমতি দাও।” ওফাতের পর দেখা গেলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কবরে নামায পড়ছেন। (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৬২, সংখ্যা ২৫৬৮)

আম্বিয়াগণ কবরে নামায পড়ে থাকেন

আম্বিয়ায়ে কিরামও عَلَيْهِمُ السَّلَام জীবিত এবং নিজেদের কবরে নামায পড়ে থাকেন। যেমনটি: **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল, রাসূলে মকবুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْن অর্থাৎ নবীগণ নিজেদের কবরে জীবিত, নামায পড়েন। (আবু ইয়ালা, ৩/২১৬, হাদীস ৩৪১২) হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নূরানী কবরে জীবিত এবং আযান ইকামত সহকারে নামায আদায় করেন, অনুরূপভাবে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَامও নামায আদায় করে থাকেন। (কাশফুল গুম্মাহ আন জমিয়িল উম্মাহ, ২য় অংশ, ৬৩ পৃষ্ঠা)

চলো আচ্ছা হুয়া কাম আ'গেয়ী দিওয়ানগী আপনি
ওয়াগর না হাম যামানে ভর কো সমঝানে কাঁহা জাতে
না জ্বলতি শময়ে মাহফিল মে তো পরওয়ানে কাঁহা জাতে
না হোতা দর নবী কা তো ইয়ে দিওয়ানে কাঁহা জাতে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রওযায়ে আনওয়ার হতে আযান ও ইকামতের ধ্বনি

৬৩ হিজরী সনে হুররার ঘটনা ঘটে, যাতে অত্যাচারী ইয়াজিদ বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا আক্রমণ করলো, ৭০০ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাধারণ মুসলমানসহ মিলিয়ে দশ হাজারেরও

www.dawateislami.net

বেশি মুসলমানকে শহীদ করা হয়েছে, মদীনাবাসীকে অনেক লুটপাট করলো, হাজারো কুমারী মেয়ের সাথে আল্লাহর পানাহ! "শ্লীলতাহানি" করা হলো। মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পিলারে তাদের ঘোড়া বাঁধা হলো, তিনদিন পর্যন্ত মসজিদ শরীফে মানুষ নামায পড়তে পারেনি। এমন পরিস্থিতিতে শুধু প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজেকে পাগল সাজিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পাগল মনে করে ইয়াজিদ বাহিনীর লোকেরা তাঁকে শহীদ করা থেকে বিরত ছিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: হুররার দিনগুলোতে লোকজন ফিরে আসা পর্যন্ত আমি সর্বদা **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কবর মুবারক থেকে আযান ও ইকামতের আওয়াজ শুনতে পেতাম।

(দালায়িলুন নুবুয়ত লি আবি নুআইম, ২/৫৬৭)

আমার প্রিয় আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ "হাদায়িকে বখশীশ" শরীফে আরয করেন:

তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ
মেরে চশমে আ'লম সে চুপ জানে ওয়ালে

(অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর** শপথ! আপনি জীবিত, **আল্লাহর** শপথ! আপনি জীবিত, চামড়ার চোখে আমার দৃষ্টিতে না দেখা হে রাসূল!)

মুমিনের অন্তদৃষ্টিকে ভয় করো

ইমামুত তায়িফা হযরত শায়খ আবুল কাসেম জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: (আমার পীর ও মুর্শিদ) হযরত শায়খ সিররী সাকাতী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ আমাকে বলতেন যে, লোকদেরকে ওয়াজ ও নসিহত করতে

www.dawateislami.net

থাকো, কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না, তাই সাহস হতো না। এক জুমার রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে দীদার দিয়ে আমাকে ইরশাদ করলেন: "লোকদেরকে নসিহত করো।" আমি জাগ্রত হয়ে সকালের জন্য অপেক্ষা না করেই (আমার পীর ও মুর্শিদ) হযরত শায়খ **সিররী সাকাতি** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলাম। (আমার কিছু বলার পূর্বেই) তিনি (অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে) বললেন: "যতক্ষণ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে ইরশাদ করেননি, তুমি আমার কথায় নির্ভর করোনি।" হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেদিন সকাল থেকে জামে মসজিদে বয়ান শুরু করে দিলেন। মানুষের মাঝে এই সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো যে, **জুনাইদ বাগদাদী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বয়ান করা শুরু করেছে। একদিন কোন যুবক ইজতিমায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো: হে শায়খ! বলুন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুবারক ইরশাদ: اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ الله অর্থাৎ "মুমিনের অন্তরদৃষ্টিকে ভয় করো, কেননা তাঁরা **আল্লাহ পাকের** নূর দ্বারা দেখে থাকেন।" (তিরমিযী, ৫/৮৮, হাদীস ৩১৩৮) এর মর্মার্থ কি? তার প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণের জন্য হযরত শায়খ **জুনাইদ বাগদাদী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাথা নত করে নিলেন অতঃপর মাথা মুবারক তুলে (অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে) বললেন: হে যুবক! তুমি হলে খ্রীষ্টান আর এখন তোমার মুসলমান হওয়ার সময় এসে গেছে, ইসলাম কবুল করে নাও। সেই যুবক যেহেতু আসলেই খ্রীষ্টান ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই কারামত দেখে তৎক্ষণাৎ **মুসলমান হয়ে গেলো।** (রওযুর রিয়াহীন, ১৫৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

নিগাহে অলী মে ওহ তা'সীর দেখী
বদলতি হাজারো কি তাকদির দেখী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক তাঁর অলীগণকে ইলমে গাইব দান করে থাকেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে মুবাল্লিগের মর্যাদা জানা গেলো। سُبْحٰنَ الله! শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনয়ের কারণে নিজেকে বয়ান করার জন্য অনুপযুক্ত মনে করতেন, অথচ **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মহান আলিম ছিলেন, তাঁর উপর আরো দয়া হলো যে, স্বপ্নে তাশরিফ এনে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বয়ান করার আদেশ দিলেন। এই ঘটনা দ্বারা এও জানা গেলো: **আমার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দান ক্রমে ইলমে গাইবের অধিকারী ছিলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানতেন যে, জুনাইদ বাগদাদীকে তাঁর পীর ও মুর্শিদ বলার পরও তিনি বয়ান করতে দ্বিধা করতেন, তাই নিয়ে স্বয়ং স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে এসে বয়ান করার আদেশ প্রদান করেন। এও জানতে পারলাম যে, **ফয়যানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে আউলিয়াগণেরও ইলমে গাইব থাকে, তাই তো! হযরত শায়খ সিররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বিশেষ মুরীদের স্বপ্ন সম্পর্কে জেনে গিয়েছিলেন। তাছাড়া হযরত শায়খ **জুনাইদ বাগদাদী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও তো খ্রীষ্টানকে মুমিনের অন্তদৃষ্টির শক্তি দ্বারা চিনে নিয়ে অদৃশ্যের সংবাদ দ্বারা উত্তমভাবে তাকে **নেকীর দাওয়াত** প্রদান করেন আর সেই কারামতপূর্ণ নেকীর দাওয়াতের বরকতে যুবকটি সাথে সাথেই ইসলামের দয়াময় আঁচলে এসে গেলো।

www.dawateislami.net

অন্তদৃষ্টির সংজ্ঞা

হাদীসে মুবারাকায় 'ফেরাসত' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে, এর অর্থও জেনে নিন। ফেরাসত তথা অন্তদৃষ্টির অর্থ হলো: **আল্লাহ পাক তাঁর** আউলিয়াগণের অন্তরে ঐ বিষয় প্রদান করে দেন, যা দ্বারা তাঁরা কতিপয় মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। (আন নিহায়া, ৩/৩৮৩) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইব শরীফ সমৃদ্ধ অতুলণীয় দৃষ্টির উৎকর্ষতা বর্ণনা করতে গিয়ে সুন্দর শের রচনা করেছেন:

সরে আ'রশ পর হে তেরী গুযার, দিলে ফরশ পর হে তেরী নযর
মালকুত ও মুলক মে কোয়ী শেয় নেহী ওহ জু তুঝ পে ই'য়া নেহী

জটিল শব্দের অর্থ: সরে আরশ: (আরশের উপর), মালাকুত: (ফেরেস্তাদের অবস্থানের জায়গা), ইয়া: প্রকাশ।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরশের উপর ও ফরশ তথা জমিনের ভেতরের সবকিছু আপনার নখ দর্পনেই রয়েছে। সারা দুনিয়ায় এমন কোন বস্তুই নেই, যা আপনার কাছে প্রকাশিত নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমার বন্ধুর স্বপ্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আমার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্যের সংবাদ জানেন। আসুন! এ প্রসঙ্গে দা'ওয়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার শুনা ঈমান সতেজকারী স্বপ্ন শুনুন: যেমনটি; এক ইসলামী ভাই সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক)কে যা বলেছে, তার সারাংশ হলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি

www.dawateislami.net

স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করলাম, সাহস করে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার কি **ইলমে গাইব** রয়েছে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। এরপর **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআন শরীফের একটি আয়াত শুনালেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত, **তাঁর** সুললিত কণ্ঠ এবং হরফ আদায়ের সৌন্দর্য (অর্থাৎ হরফকে তার মাখারিজ থেকে আদায়ের সৌন্দর্য) মারহাবা! এমন উন্নত ও সুমিষ্ট কণ্ঠ ও কিরাত আমি কখনো শুনিনি, আয়াত শরীফটি আমি ভুলে গেছি, তবে হ্যাঁ! এতটুকুই মনে পড়ছে যে, এর শেষ শব্দটি بِضَنِيْنٍ ছিলো, এতে আমি (অর্থাৎ সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ) ৩০তম পারা সূরা তাকভীরের ২৪ নম্বর আয়াত তাকে পড়ে শুনালাম: "وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ", ইসলামী ভাই বলে উঠলো: হ্যাঁ, হ্যাঁ এই আয়াতে করীমাটিই ছিলো। সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) তাকে আয়াতে করীমার অনুবাদ শুনালো আর বললো: নিঃসন্দেহে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **আল্লাহ পাকের** দয়া ও দানক্রমে **ইলমে গাইব** রয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা শুনে কেউ এই কুমন্ত্রণায় পতিত হবেন না যে, নাও ভাই! স্বপ্ন দ্বারা **ইলমে গাইব** প্রমাণ করা হচ্ছে, অথচ নবী ব্যতীত অন্য কারো দেখা স্বপ্ন তো দলিল নয়। সগে মদীনাও (লিখক) স্বীকার করছি যে, আসলেই সকল মাসআলা স্বপ্ন দ্বারা সমাধান করা যায় না, কিন্তু এখানে স্বপ্ন দ্বারা নয়, স্বপ্নে প্রদান করা উত্তরে বর্ণনা করা কুরআনের আয়াত দ্বারা **ইলমে গাইবের** প্রমাণ প্রদান করা হচ্ছে আর ঐ আয়াতে করীমা আসলেই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে

www.dawateislami.net

গায়েব এর দলিল। অতএব উল্লিখিত আয়াতটি অনুবাদসহ লক্ষ্য করুন:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿۲۴﴾

(পারা ৩০, সূরা তাকভীর, আয়াত ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এই নবী অদৃশ্যের বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন।

(পারা : ৩০। সূরা : আত তাকভীর। আয়াত নম্বর : ২৪)

এই আয়াতে করীমা দ্বারা বুঝা গেলো: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **অদৃশ্যের সংবাদ** দিয়ে থাকেন এবং প্রকাশ্য (UNDERSTOOD) যে, যিনি জানেন তিনিই তো বলবেন। নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইলমে গায়েবের** দৌলতে গৌরবান্বিত। আশিকে রাসূল আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করছেন:

অওর কোয়ী গাইব কিয়া তুম সে নিহা হো বালা,
জব না খোদা হি চুপা তুম পে করোড়ো দরূদ। (হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মহান শান ও মর্যাদার কথা কিইবা বলবো! শবে মেরাজে জাগ্রত অবস্থায় আপনি আপনার কপালের চোখ মুবারক দ্বারা আপনার **পাক পরওয়ারদিগারের** দীদার করেছেন, যেই **আল্লাহ পাক** অদৃশ্যেরও অদৃশ্য, **তিনিও** নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আপনার সম্মুখে প্রকাশ ও দৃশ্যমান হয়ে গেলেন, তো এখন অন্য কোন অদৃশ্য আপনার নিকট কিভাবে গোপন থাকতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

এক আঘাতেই উহুদের কম্পন বন্ধ হয়ে গেলো

"বুখারী শরীফে" রয়েছে: হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারূকে আযম এবং হযরত ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم উহুদ পর্বতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তা (পর্বতটি) আনন্দে দুলতে লাগলো। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এতে আঘাত করে ইরশাদ করলেন: اُثۡبُتۡ اُحُدُ فَاِنَّمَا عَلَیۡكَ نَبِیٌّ وَ صِدِّیۡقٌ وَ شَهِیۡدَانِ উহুদ! থামো, কেননা তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক আর দু'জন শহীদ রয়েছে। (সহীহ বুখারী, ২/৫২৪, হাদীস ৩৬৭৫)

এক ঠোকর মে উহুদ কা যালযালা জাতা রাহা
রাখতি হে কিতনা ওয়াকার আল্লাহু আকবর এয়ড়িয়া

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা ইলমে গাইব প্রমাণিত হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "বুখারী শরীফ" এর উল্লেখিত হাদীসে পাক দ্বারা اَظۡهَرُ مِنَ الشَّمۡسِ وَاَبۡیَنُ الۡاَمۡس (অর্থাৎ সূর্যের চেয়েও অধিক স্পষ্ট আর গতকালের চেয়েও অধিক বিশ্বাসযোগ্য) হলো যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দয়ায় **ইলমে গাইবের** অধিকারী, তাই তো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উহুদ পর্বত শরীফকে ইরশাদ করলেন: তোমার উপর "একজন নবী", একজন সিদ্দিক আর দু'জন শহীদ রয়েছে। কারো ব্যাপারে তার জীবদ্দশাতেই বলে দেয়া যে, ইনি শহীদ, এটা **গাইবের সংবাদ** নয় তো আর কি। এই হাদীসে পাকের আলোকে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

www.dawateislami.net

মিরাত ৮ম খন্ডের ৪০৮-৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: জানা গেলো, **আল্লাহ পাকের** মকবুল বান্দারা সমগ্র সৃষ্টির (অর্থাৎ গাছ, পাথর, পাহাড়, নদী সব কিছুর) প্রিয়পাত্র হয়ে থাকেন, তাঁদের আগমনে সব কিছুই আনন্দ উল্লাস করে থাকে, তাঁদেরকে পাথর এবং পাহাড়ও চিনতে পারেন। তিনি আরো বলেন: এও জানা গেলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকলেরই পরিণতি (অর্থাৎ ভালো বা মন্দ পরিণতি) সম্পর্কে অবগত যে, ইরশাদ করছেন: এতে দুজন সাহাবী শহীদ হয়ে ওফাত বরণ করবেন। (মিরাত, ৮/৪০৮)

রব কি আ'তা সে সব কুচ জানে দেখে বায়িদ ও কারীব
গাইব কি খবরে দেনে ওয়ালা আল্লাহ কা ওহ হাবীব

اللّٰه اللّٰه، اللّٰه هُو، لَا اِلٰه اِلَّا هُو

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাইব (অদৃশ্য) এর সংজ্ঞা

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"তাফসীরে নঈমীতে"** বলেন: غیب শব্দের (শাব্দিক) অর্থ হলো غائب অর্থাৎ গোপন বস্তু। পরিভাষিক (অর্থাৎ বিশেষ, উদ্দেশ্যগত) অর্থ হলো: غیب ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা জাহির ও বাতিনের ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ অনুভব করার শক্তি) এবং বিবেকের নিকট গোপন, অর্থাৎ যা চোখ, কান, নাক দ্বারা অনুভব করা যায় না আর না চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে জানা যায়। (তফসীরে নঈমী, ১/১২১) যেমন; জান্নাত আমাদের জন্য এখন **গাইব** (অদৃশ্য), কেননা তা আমরা ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ চোখ, নাক, কান ইত্যাদি) দ্বারা অনুভবই করতে পারি না। **গাইব** হলো যা আমাদের কাছে গোপন আর আমরা

www.dawateislami.net

আমাদের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ দেখা, শুনা, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ করে জানতে পারি না এবং চিন্তা ভাবনা করে জ্ঞান তা জানতে পারে না।

(তাফসীরে বয়যাভী, ১/১১৬)

ইলমে গাইব সম্পর্কে উম্মতের পূর্ববতী মনিষীদের বাণী

আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام ফয়েযে আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ও **ইলমে গাইব** দান করা হয়, যেমনটি এ প্রসঙ্গে উম্মতের পূর্ববর্তী মনিষীদের বাণীসমূহ লক্ষ্য করুন: হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের আকীদা হলো যে, বান্দা উন্নতির মর্যাদা লাভ করে রূহানী গুণাবলী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন তাঁর **ইলমে গাইব** (অদৃশ্যের জ্ঞান) অর্জিত হয়। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ১/১২৮) অন্য এক জায়গায় আরো লিখেন: ঈমানের নূরের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বান্দা বস্তুর মৌলিকতা জানতে পারে এবং এতে শুধু **গাইব** নয় বরং গাইবেরও গাইব অর্থাৎ অদৃশ্যের অদৃশ্যও প্রকাশিত হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত, ১/১১৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আউলিয়াগণের কোন ঘটনা বা ঘটনা সম্পর্কিত **ইলমে গাইব** অর্জন হয়ে থাকে, এটা সম্পূর্ণ সঠিক। তাঁদের মধ্য অনেক মনিষীদের কাছ থেকে এরূপ প্রকাশিত হয়ে তা প্রসিদ্ধিও লাভ করে। (আ'লামু বি কাওয়াতিয়িল ইসলাম, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)

সিলসিলায়ে আলিয়া নকশবন্দিয়ার ইমাম হযরত আযীযান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: "ঐ আউলিয়াগণের দৃষ্টিতে পৃথিবী একটি দস্তরখানা স্বরূপ।" (নাফহাতুল আনস, ৩৮৭ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ যেমনিভাবে দস্তরখানার প্রতিটি বস্তু দেখা যায়, তদ্রূপ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু তাঁরা দেখে থাকেন। হযরত

www.dawateislami.net

খাজা বাহাউল হক্কে ওয়াদ্দীন নক্শবন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বাণী উদ্ধৃত করেন: "আমরা বলি যে, (পৃথিবী তাঁদের জন্য) নখের পিঠের মতোই, কোন বস্তুই তাঁদের দৃষ্টি থেকে গোপন নয়।" (প্রাগুক্ত, ৩৮৭, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে নঈমী চতুর্থ খন্ডের ৩৭১ পৃষ্ঠায় "তাফসীরে রূহুল মাআনী" এর বরাত দিয়ে লিখেন: "কিছু কিছু কাশফের অধিকারী **আল্লাহ**র অলীকেও গাইবের (অর্থাৎ অদৃশ্যের) বিষয়ে অবহিত করা হয়, কিন্তু তা নবীর মাধ্যমে, মাধ্যম ব্যতীত নয়।" (রূহুল মাআনী, ৪/৪৭৫)

আমাদের গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "কসীদায়ে গাউসিয়া"য় বলছেন:

نَظَرْتُ إِلٰى بِلَادِ اللهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ التِّصَابِيْ

(অনুবাদ: আমি **আল্লাহ পাকে**র সব শহরকে এভাবে দেখে নিলাম, যেনো সরিষার কয়েকটি দানা জড়ো হয়ে আছে)

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "আখবারুল আখিয়ার" কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই মহান বাণীটি উদ্ধৃত করেন: "যদি শরীয়াত আমার মুখে লাগাম না লাগাতো, তবে আমি তোমাদের বলে দিতাম যে, তোমরা ঘরে কি খেয়েছো এবং কি রেখেছো, আমি তোমাদের জাহির ও বাতিন সম্পর্কে জানি, কেননা তোমরা আমার দৃষ্টিতে এপাশ ওপাশ দেখা যাওয়া স্বচ্ছ কাঁচের মতোই।" হযরত মাওলানা রূম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **মসনভী শরীফে** বলেন:

www.dawateislami.net

লওহে মাহফুয আস্‌ত পেশে আউলিয়া
আযচে মাহফুয আসত মাহফুয আয খাতা

(অর্থাৎ লওহে মাহফুয আউলিয়াগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চোখের সামনেই হয়ে থাকে, যাঁরা সকল গুনাহ হতে নিরাপদ হয়ে থাকেন)

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে আযীযীতে "সূরা জ্বীন" এর তাফসীরে লিখেন: "লওহে মাহফুযের খবর রাখা এবং এর লেখা দেখা কতিপয় **আল্লাহ**র অলীগণের থেকে ধারাবাহিকতার সহিত বর্ণিত রয়েছে।"

নেককার বান্দাহদের গুনাবলি

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি সৈয়্যদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওলিদের গুনাবলি বর্ননা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: আল্লাহর ওলি হলেন তিনি যিনি ফরজ আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্যে ব্যাস্ত থাকেন এবং তার অন্তর আল্লাহ পাকের নুরের মারিফতে ডুবন্ত থাকে, যখন দেখেন তখন আল্লাহ পাকের কুদরতীর দলিলই দেখেন আর যখন শুনেন আল্লাহ পাকের আয়াতই শুনেন, যখন বলেন তখন আপন প্রতিপালকের প্রশংসার সাথেই বলেন, যখন নড়া চড়া করেন তখন আল্লাহ পাকের অনুগত্যেই নড়াচড়া করেন, যখন চেষ্টা করেন তখন ঐ কাজেই চেষ্টা করেন যা আল্লাহ পাকের নৈকট্যের মাধ্যম হয়। আল্লাহ পাকের যিকিরে ক্লান্ত হননা এবং অন্তরের চোখ দিয়ে আল্লাহ ব্যাতিত আর কাউকে দেখেন না, এটাই হলো ওলিগনের গুনাবলি, বান্দাহ যখন এই অবস্থায় পৌছে তখন আল্লাহ পাক তার বন্ধু এবং সাহায্যকারি হয়ে যান। **(খযায়িনুল ইরফান, পারা ১১ সুরা ইফনুস, আয়াত ৬২)**

www.dawateislami.net